শত কোটি টাকা নিয়ে উধাও ‘ফ্লাইট এক্সপার্ট’, গ্রাহক-এজেন্সির আর্তনাদ

সংগৃহীত ছবি

দেশের অন্যতম জনপ্রিয় অনলাইন ট্রাভেল প্ল্যাটফর্ম ‘ফ্লাইট এক্সপার্ট’-এর মূল কর্তা হঠাৎ দেশত্যাগ করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। প্রতিষ্ঠানটির অফিস ও ওয়েবসাইট বন্ধ, হেল্পলাইনেও নেই কোনো সাড়া। এতে শতাধিক ট্রাভেল এজেন্সি এবং অসংখ্য সাধারণ গ্রাহক পড়েছেন চরম বিপাকে। অভিযোগ উঠেছে, শত কোটি টাকার বেশি আত্মসাৎ করে প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্মকর্তারা গা ঢাকা দিয়েছেন।

বাংলাদেশের ডিজিটাল ট্রাভেল সেবায় অগ্রগামী প্রতিষ্ঠান হিসেবে খ্যাত ‘ফ্লাইট এক্সপার্ট’ নিয়ে এখন চলছে তুমুল বিতর্ক ও উৎকণ্ঠা। রাজধানীর মতিঝিলে অবস্থিত কোম্পানির প্রধান কার্যালয় বন্ধ, ওয়েবসাইটে ঢোকা যাচ্ছে না, এমনকি হেল্পলাইন নম্বরেও মিলছে না কোনো উত্তর।

অসংখ্য ভুক্তভোগী জানিয়েছেন, তারা অগ্রিম টাকা পরিশোধ করেও টিকিট বা রিফান্ড পাচ্ছেন না। শতাধিক ট্রাভেল এজেন্সি তাদের ক্লায়েন্টদের টিকিট বুক করতে গিয়ে বিপুল অর্থ আটকে পড়ার কথা জানাচ্ছেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গ্রাহকরা ক্ষোভ ঝেড়েছেন। জয়িতা আফরিন নামে একজন লিখেছেন, “ফ্লাইট এক্সপার্টের মতো বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান যদি পালিয়ে যায়, তাহলে সাধারণ মানুষ কার ওপর ভরসা করবে?”

এদিকে প্রতিষ্ঠানটির সিইও সালমান এক হোয়াটসঅ্যাপ বার্তায় দাবি করেছেন, তার তিন সহযোগী—সাঈদ, হোসাইন ও সাকিব—পরিকল্পিতভাবে তাকে ফাঁসিয়েছেন। তারা এক বৈঠকে সব দায় তার ওপর চাপিয়ে দিয়ে তিন কোটি টাকার মতো তুলে নিয়েছেন এবং কোম্পানি বন্ধ হয়ে গেছে। সালমান আরও বলেন, হুমকি ও মানসিক চাপের মুখে তিনি নিজেকে রক্ষার জন্য ‘ছুটিতে’ গেছেন। তার বক্তব্য, “এভাবে চলে যাওয়ার কোনো ইচ্ছা আমার ছিল না।”

২০১৭ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করা ‘ফ্লাইট এক্সপার্ট’ অল্প সময়েই বড় বাজার তৈরি করে। দেশি-বিদেশি ফ্লাইট বুকিং, হোটেল রিজার্ভেশন, ভিসা প্রসেসিংসহ নানা সেবা ও প্রযুক্তিগত সুবিধা দিয়ে তারা গ্রাহকদের আস্থা অর্জন করে। মোবাইল পেমেন্ট ও নানা ডিসকাউন্ট সুবিধায় সাধারণ যাত্রীদের মধ্যেও প্রতিষ্ঠানটি দারুণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

কোম্পানিটির সেলস বিভাগের কর্মকর্তা মামুনুর রশিদ বলেন, “গতরাতে আমাদের কর্তা দেশ ছেড়ে গেছেন। কারও সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। আমরা মতিঝিল থানায় সাধারণ ডায়েরি করতে যাচ্ছি।”

বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির ভবিষ্যৎ এবং গ্রাহকদের অর্থ ফেরত পাওয়া নিয়ে চরম অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। সংশ্লিষ্ট আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দ্রুত তদন্ত ও কার্যকর পদক্ষেপ এখন সময়ের দাবি।